আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের আমীর
গাজী খালিদ ইবরাহীম হাফিযাহুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে

কাশ্মীরের মুজাহিদদের প্রতি বার্তা





আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের আমীর

গাজী খালিদ ইবরাহীম হাফিযাহুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে

কাশ্মীরের মুজাহিদদের প্রতি বার্তা



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله و كفي والصلاة والسلام على أشرف الانبياء. و بعد

হামদ ও সালাতের পর-

ফকির বান্দা গাজী খালিদ ইবরাহীমের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের প্রত্যেক ঐ মুজাহিদের প্রতি বার্তা, যে নিজের জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আল্লাহর কাছে দু'আ করি- আল্লাহ এই চিঠিকে আপনাদের কাছে নিরাপদে পৌঁছান, আপনাদের অন্তরকে হক কবুল করার জন্য সদা উর্বর রাখুন এবং আপনাদেরকে হক চেনার ও হকের উপর জীবিত থাকার এবং হকের উপর মৃত্যু বরণ করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

সম্মানিত ভাইয়েরা!

আমি আপনাদেরকে এই চিঠি আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের আমীর হিসেবে লিখছি না। বরং তা একজন চিন্তাশীল মুজাহিদ ভাইয়ের পক্ষ থেকে আরেক মুজাহিদ ভাইয়ের প্রতি মুহাব্বাত ও দাওয়াতের পয়গাম।

এখন কাশ্মীর জিহাদের ত্রিশ বছর অতিক্রম করছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই মহান জাতি তাদের হাজারও মহান সন্তান এবং নিজেদের জান-মালকে কুরবান করেছে। যখন অস্ত্র ছিলো না, তখনও এই জাতির মহান সন্তানরা পাথর নিয়ে কুফুরকে চ্যালেঞ্জ করেছে। কাফেরদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের উপর হামলা করেছে।

কিন্তু আমার প্রিয় ভাই!

আমরা কি তা ভেবেছি যে, আমরা সকলেই এই মহান জাতির নিকট ঋণী? আরো চিন্তা করে দেখেছি কি আমরা এই ত্রিশ বছর জিহাদ করার পরেও কেন কোন ফলাফল পেলাম না? ত্রিশ বছর পরেও যদি এই জিহাদ মাজলুম-ই থাকে, তাহলে তো এর কারণ আমাদের অনুসন্ধান করা ফরজ। আর এটা আমাদেরই করতে হবে। এই জিহাদ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর ফরজ ইবাদাতও। তাই এই জিহাদকে রক্ষা করা এবং একে সফলতার পথে নিয়ে যাওয়াও তো আমাদের উপর আমাদের শহীদদের ঋণ।

প্রিয় ভাইয়েরা!

যদি এখনও আমরা বসে বসে তামাশা দেখতে থাকি, তাহলে নিজেই নিজেকে একটু প্রশ্ন করুন! আমাদেরকে কি এই জিহাদের ক্ষেত্রে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে না? পরবর্তী প্রজন্ম কি আমাদেরকে জিহাদে অলসতাকারী বলবে না? আর নিঃসন্দেহে আমরা এই জিহাদকে মাজলুম বানানোর জন্য অপরাধী হব, যদি আজও আমরা এর মাজলুম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান না করি।

আমার প্রিয় ও সম্মানিত ভাইয়েরা!

যদি আমরা কিছু সাধারণ অস্ত্র নিয়ে, মাঝে মাঝে শুধু পাথর নিয়ে ভারতের হিন্দু সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস ও হিম্মত করি এবং আমরা এটাও জানি যে, এ পথে আমাদের পরিণতি শুধুই শাহাদাত। তাহলে কোন যুক্তি ও হেকমতের কারণে আমরা জিহাদকে শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করি না?

হে আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আপনারা তো মনোবলের দিক দিয়ে পাহাড়ের ন্যায় উঁচু। যারা ভয়-ভীতি ভুলে গিয়ে আবাবিল পাখির ন্যায় হাতি বাহিনীর উপর হামলা করেন। তাহলে কেন আপনারা এমন মূর্তির সম্মানে লিপ্ত আছেন? যাকে মাটিতে পায়ের নিচে পিষে ফেলাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব ছিলো। কোন একটি দেশের জন্য বা কোন একটি ভূমির জন্য অথবা ঐ দেশের আইন-কানুন মানতে গিয়ে আমরা নিজেরাই আমাদের জিহাদকে

মাজলুম বানিয়ে রাখছি। আমাদের কিছু লোকেরাই কি নয়? যারা একটি দেশের সুবিধা-অসুবিধার জন্য জিহাদকে চাঙ্গা করা ও শিথিল করার মতবাদ গ্রহণ করেছে? তাও আবার এমন একটি দেশের জন্য, যে শত শত মুজাহিদকে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে। ঐ দেশই হাজারও মসজিদকে বোমা মেরে শহীদ করেছে। তাছাড়া ঐ দেশই তো তালেবান মুজাহিদদের মত উম্মাহর শ্রেষ্ট সন্তানদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সহায়তা করেছে। অথচ আমরা এমন দেশকেই নিজেদের পৃষ্ঠপোষক মনে করে বসে আছি? ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

একটু খেয়াল করে দেখুন! নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করুন! এমন একটি দেশ যে নিজের সুবিধার জন্য আপনাদেরকে গরীব অবস্থায় থাকতে বাধ্য করে রেখেছে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সত্তর বছর পর্যন্ত শরীয়ত প্রতিষ্ঠা তো দূরে থাক শরীয়তের সাথে বিদ্রোহ করছে। যে দেশ আল্লাহর সাথে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে আছে, সে কি এই জিহাদের পৃষ্ঠপোষক হতে পারে? পারে কি আপনাদের মত মুখলিছ ও ঈমানের বলে বলীয়ান মুজাহিদের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন হতে? আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে পারে না। তার পরেও আমাদের হুশ কবে ফিরবে? তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

লক্ষ্য করুন!

শত্রুর শত্রু দ্বারা সাহায্য নেয়া জায়েজ আছে। কিন্তু এটা কিভাবে জায়েয হবে যে, এই সাহায্যের বিনিময়ে নিজেদের জিহাদ ও নিজেদের নূরানী ইবাদতকেই অনুগত করে দেয়া হবে? জিহাদকে এমন শক্তির আইন-কানুনের অনুগামী বানিয়ে দেয়া হবে, যে শক্তি শুধু একজন মুজাহিদ বা একটি দলের বিরুদ্ধে নয় বরং আল্লাহর বিধি-বিধান ও আল্লাহর দেয়া শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে এবং বর্তমানেও সে যুদ্ধ চলমান আছে। এরা তো সুবিধাবাদী লোক। যারা ভালো লাগলে সাহায্য করে, আর ভালো না লাগলে তথা স্বার্থ না থাকলে সাহায্যের সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়। আর মুজাহিদদেরকে একা একা মৃত্যু বরণ করার জন্য ছেড়ে চলে যায়। আল্লাহর কসম! পৃষ্ঠপোষকের বেশে এই মুনাফিকরা জিহাদের যত ক্ষতি করেছে, এত ক্ষতি আর কেউ করতে পারেনি।

আপনারা হয়ত কখনো চিন্তা করতে পারেন যে, **"আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ"** দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা পাকিস্তানের বিরোধিতা করে থাকে কেন? তো প্রিয় ভাই! আসল বাস্তবতা হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জিহাদের বন্ধু ও শত্রু এবং রাহবার ও রাহজানের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য করতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জিহাদ সফলতার মুখ দেখবে না।

যদি রাহবার ভেবে রাহজানের উপর ভরসা করি, তাহলে হাজার বছর পরেও এই জিহাদ মাজলুম ও অনুগত অবস্থায়ই থাকবে এবং মুখলিছ মুজাহিদরা অসহায় ও নিরাশ্রয় অবস্থায়ই থাকবে। এই জন্যই প্রিয় ভাই! আমাদের দাওয়াতের মাঝে এটা থাকা জরুরী যে, আমরা এই জিহাদের রাহবার ও রাহজানের স্পষ্ট পরিচয় এমনভাবে তুলে ধরব, যাতে রাতের অন্ধকারেও কোন একজন মুজাহিদ ধোঁকা না খায়।

এই জিহাদকে রাহজানদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করতে গিয়ে **"আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ"** হাজারও অপবাদ সহ্য করেছে এবং উহ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। আলহামদু লিল্লাহ, আমাদের মুজাহিদরা শাহাদাতের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আমরা বা আমাদের দাওয়াত কোন শত্রুর চক্রান্তের ফল নয়। আমাদের দাওয়াতের দ্বারা দুশমনের কোন পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন হয় না। বরং আমাদের দাওয়াত তো এই জিহাদকে মজবুত ও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে। এই দাওয়াত জিহাদকে আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতিতে চালানোর দাওয়াত। অর্থাৎ জিহাদ হবে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য।

হে প্রিয় ভাইয়েরা! যখন আমাদেরকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে, তখন আমাদের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন। তখন যদি এই জিহাদ নামক ইবাদাত আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা জিহাদ করেছ ঠিকই, কিন্তু তোমাদের কেবলা তো ভুল ছিলো। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। তখন কিন্তু হিসাব আমাদের থেকেই নেওয়া হবে এবং তখন কোন আমীর বা জিম্মাদার আমাদের পক্ষে দলীল পেশ করবে না। তাই আমাদের ইবাদাতের কথা আমাদেরকেই চিন্তা করতে হবে এবং এটাও আমাদের ভাবতে হবে যে, আমাদের ইবাদাতের তরীকা ও কেবলা ঠিক আছে কি না?

পরিশেষে আমার প্রিয় ভাই! আপনারা ইলম অর্জন করুন। কেননা তা ফরজ। এই ইলম শুধু আমাদের দৈনন্দিন ইবাদাতের বিষয়ই শিখাবে না। বরং অতিরিক্ত এটাও শিখাবে যে, কিভাবে জিহাদের পলিসি, কর্ম প্রদ্ধতি ও সঠিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন

করতে হয়।

আমার ভাইয়েরা! আল্লাহর ওয়াস্তে এই জিহাদের ফিকির করুন। এই জিহাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। ভরসা কেবল আল্লাহর উপরই করুন। তিনি কখনও পরাজিত হন নাই, হবেনও না। তাঁর ইচ্ছাতেই দুনিয়া চলে। আর তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব।

আপনাদের এই খাদেম আপনাদের দু'আ, মতামত, মাশওয়ারার অপেক্ষায় থাকবে।

আল্লাহ আমাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হোন।

আপনাদের দু'আপ্রার্থী

আপনাদের অক্ষম ভাই

ইসলামের খাদেম

গাজী খালেদ ইবরাহীম

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ

শাওয়াল ১৪৪১ হিজরী

জুন ২০২০ ঈসায়ী

****